Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাগর্থবিজ্ঞানের স্বরূপ : বিভিন্ন জ্ঞানশাখার প্রাসঙ্গিকতা

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফিরোজা ইয়াসমীন
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.6
Pages	79-103
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাগর্থবিজ্ঞানের স্বরূপ : বিভিন্ন জ্ঞানশাখার প্রাসঙ্গিকতা

ফিরোজা ইয়াসমীন*

ভাষাবিজ্ঞানীরা (Linguist's) ভাষাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এসব সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভাষার সংজ্ঞাতেই অর্থের অস্তিত্ব রয়েছে। ভাষার উদ্ভব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্যে ভাষার সৃষ্টি। 'মনের ভাব' বাক্যাংশটি অর্থকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ অর্থ প্রকাশই মানব ভাষার একমাত্র এবং প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্যে অর্থকে পরিহার করলে ভাষার সংজ্ঞা সম্পূর্ণতা লাভে ব্যর্থ হয়। এসব পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাবিজ্ঞানে বাগর্থবিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্বসহ আলোচনার দাবীদার।

ভাষার অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা বাগর্থবিজ্ঞান (Semanties) নামে পরিচিত। বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান শাখা। গ্রিক বিশেষ্যবাচক শব্দ 'সিমা' (Sema) এবং ক্রিয়াবাচক শব্দ 'সিমেইন্স' (Semains) থেকে ইংরেজি সিমানটিক্স (Semantics) শব্দের উৎপত্তি। 'সিমা' শব্দের অর্থ সংকেত, ইঙ্গিত ইত্যাদি। অন্যদিকে 'সিমেইন্স' শব্দের অর্থ সংকেত দ্বারা জ্ঞাপন বা প্রেরণ বা পরিচালনা করা, অর্থ প্রকাশ করা, অর্থ বোঝান ইত্যাদি।

ইংরেজি ভাষার 'Semanties' শব্দটির পরিভাষা হিসেবে বাংলা ভাষায় শব্দার্থবিজ্ঞান, বাগর্থবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব ইত্যাদি পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে। এসব পরিভাষার মধ্যে বাগর্থবিজ্ঞান পরিভাষাটি বেশী গ্রহণযোগ্য। কেননা 'শব্দার্থ' বললে শুধু শব্দের অর্থ বোঝায়।[১] অন্যদিকে 'অর্থতত্ত্ব' শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। Economics সম্পর্কে 'অর্থ' শব্দের বহুল প্রচলন আছে।[২] বাগর্থবিজ্ঞান শব্দটি প্রচলনের ক্ষেত্রে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বাগর্থবিজ্ঞান প্রবন্ধে নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন। তাঁর মতে, বহুল ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা অনতি প্রচলিতের ভিত্তিতে, বক্তার অল্প আয়াসে অভিপ্রেত ভাবের অধিকতম অংশ প্রকাশ করার ক্ষমতার গুণে, শ্রুতিমাধুর্যের জন্যে এবং মহাকবি কালিদাস কর্তৃক ব্যবহৃত হবার কারণে 'Semantics' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'বাগর্থবিজ্ঞান' শব্দটি গ্রহণীয় হওয়া উচিত। ভাষার অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা ধ্বনি, শব্দ বা বাক্যের আলোচনার মতো বিচ্ছিন্ন ভাবে করা সম্ভব নয়। কেননা ভাষার অর্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে শব্দ ও বাক্যে। শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ-থাকলেও সর্বদা একটি অর্থ থাকে না। অনেক শব্দেরই একাধিক অর্থ থাকতে পারে এবং এসব অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থটি শব্দটির জন্য কখন যথার্থ তা শব্দটি বাক্যে প্রযুক্ত হলে বোঝা যায়। যেমন, 'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' 'পাকা' শব্দটির ২১টি অর্থ দেয়া আছে। এসব অর্থের মধ্যে রয়েছে— পরিণত হওয়া, বৃদ্ধ হওয়া, ঝানু হওয়া, নিপুণ বা দক্ষ হওয়া, অভিজ্ঞ, পারদর্শী, অপরিবর্তনীয়, নিখাদ, খাঁটি' ইত্যাদি। এসব অর্থের মধ্যে শব্দটি কখন কোন অর্থ ধারণ করবে তা নির্ভর করছে বাক্যে শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হবে তার উপর। যেমন নীলার গহনাগুলি পাকা সোনার

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তৈরি। এ বাক্যে 'পাকা' শব্দটি খাঁটি বা নিখাদ অর্থ বোঝাচ্ছে এবং শব্দটির অর্থ বাক্যে প্রয়োগ দেখে বোঝা যায়। সুতরাং অর্থের আলোচনা বাক্ সংগঠনের উপর ভিত্তি করে আলোচিত হওয়া উচিত এবং এ আলোচনাকে 'বাগর্থবিজ্ঞান' নামে আখ্যায়িত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বাগর্থবিজ্ঞান : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

ইংরেজি ভাষায় Semantics পরিভাষাটির ব্যবহার শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি। এ পরিভাষাটি ইংরেজিতে প্রথম ব্যবহৃত হয় American Philological Association এ পঠিত 'Reflected meanings : a point in semantics'. নামক প্রবন্ধে ১৮৯৪ সালে। ইংরেজি ভাষার আগে ফরাসি ভাষায় বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়। ১৮৯৩ সালে মিশেল ব্রেল (Michel Breal) ফরাসি ভাষায় বাগর্থবিজ্ঞান অর্থে 'Semantique' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। ব্রেল গ্রিকভাষা থেকে এ পরিভাষাটি গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উনিশ শতকের শেষের দশকে 'Semantics' এবং 'Semantique' পরিভাষা দুটি দ্বারা ভাষার অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা বোঝানো হলেও সে সময়ে ঐ পরিভাষা দুটি অর্থের কালানুক্রমিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ভাষার অর্থের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা নির্দেশের জন্য পরিভাষা দু'টি ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে অর্থের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞান (Historical Semantics) অভিধা গ্রহণ করে।

বাগর্থবিজ্ঞান অর্থে 'Semantics' পরিভাষাটির প্রচলন উনিশ শতকের শেষ দশকে শুরু হলেও বাগর্থবিজ্ঞান বলতে যে পঠন-পাঠনকে বোঝানো হয় তা অত্যন্ত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞানের মতো বাগর্থবিজ্ঞানেরও রয়েছে সুদীর্ঘ অনুশীলনের ইতিহাস। পাশ্চাত্যে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ পঞ্চম শতকে, প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলের সময়ে বাগর্থবিজ্ঞান-এর আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছিল আরো তিনশত বছর পূর্বে খ্রীঃ পূঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে। আনুমানিক ৮০০-৭০০ খ্রীঃ পূঃ ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানী যাস্ক 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থে শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আধুনিককালে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রাচ্যের পণ্ডিতদের পদচারণা তেমন গৌরবোজ্জ্বল নয়।

অর্থের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় শব্দের অর্থ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছে। শব্দের অর্থের আলোচনায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন; অর্থ পরিবর্তনের কারণ, অর্থ পরিবর্তনের সূত্র, অর্থের ব্যুৎপত্তিগত পুনর্গঠন (Etymological Reconstruction) ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় যাঁদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন পল (Paul), ডারমেসটেটার (Darmesteter), ব্রেল (Breal), উন্ডট (Wundt), ইয়াউম্যান (Erdmann), নির্‌প (Nyrop), স্পারবার (Sperber), কারনয় (Carnoy), স্ট্যার্ন (Stern) প্রমুখ।[৩]

উনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ছিল ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সময়। বিশ শতকের প্রথমার্ধ মূলত সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের

যুগ। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আবির্ভাবের পরও ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা থেমে থাকেনি। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান অর্থের ঐতিহাসিক আলোচনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংস্পর্শে অর্থ পরিবর্তনের আলোচনা বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যাত্মক রূপ লাভ করে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চমস্কির মাধ্যমে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে বিভিন্ন শৃঙ্খলার (Discipline) যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এসব সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান, বিশেষত জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology) ভাষাবিজ্ঞানীদেরকে ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে ভাবনার নতুন সূত্র যোগায়। ফলস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিক বাগর্থবিজ্ঞান (Prototype Semantics)-এর উদ্ভব ঘটেছে এবং বাগর্থবিজ্ঞানীরা আর্থ-বিকাশ (Semantic development)-এর নিয়মিত রূপসমূহ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হচ্ছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের সবচেয়ে অবহেলিত একটি এলাকা।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে আলোচিত বাগর্থবিজ্ঞান সাধরণভাবে সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞান নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানের মতো সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনাও শব্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তবে সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞান বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ নিয়ে আলোচনা করে না; ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যগত সম্পর্কের ভিত্তিতে শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে।[৪] সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁরা হচ্ছেন ফার্থ (Firth), ট্রিয়ার (Trier), পোরজিগ (Porzig) প্রমুখ।

অর্থের বিজ্ঞান হিসেবে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু করেন মিশেল ব্রেল (Michel Brial)। ১৮৯৭ সালে ব্রেল রচিত 'Essai de Semantique' নামক বইটি প্রকাশিত হয়। এ বইটি ১৯০০ সালে মিসেস হেনরী কষ্ট (Mrs Henry Cust) কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় 'Semantics : Studies in the Science of Meaning' নামে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বাগর্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রেল তাঁর আলোচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করেছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত বেশ কিছু গবেষণা লক্ষ করা যায়। ১৯১৩ সালে কে নিরূপ চার খণ্ডে 'ফরাসী ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ' (Grammrive historique de la langue francaise) প্রকাশ করেন। চতুর্থ খণ্ডে তিনি বাগর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। তবে নিরূপের বইটি সুধী সমাজে তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। ১৯২০ এর দিকে বাগর্থবিজ্ঞানকেন্দ্রিক বেশ কিছু সংশ্লেষ (Synthesis) প্রকাশিত হয়। এসব সংশ্লেষের রচয়িতা ছিলেন ফাল্ক (Falk), হাটৎফেল্ট (Hatzfeld), কর্নোয়া (Cornoy), ভেলান্ডার (Vellander) প্রমুখ পণ্ডিত। বাগর্থবিজ্ঞান চর্চায় বহুল আলোচিত ও পরিচিত গ্রন্থটি হল সি. কে অগডেন (C. K ogden) ও আই. এ. রিচার্ডস (I. A. Richards) রচিত 'The Meaning of Meaning (১৯২৩)। এ গ্রন্থে অগডেন এবং রিচার্ডস অর্থ (meaning) কতটা বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দিতে পারে তা অর্থ (meaning) শব্দের বাইশটি অর্থ দিয়ে বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁরা অর্থের বিভ্রান্তিকতা ভুলে ধরলেও এ বিভ্রান্তি হতে মুক্তির উপায় নির্দেশ না-করে অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ভার ভবিষ্যতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ১৯৫১ সালে স্টিফেন উলম্যান (Stephen Ullmann) -এর 'The Principles of

Semantics' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে উলম্যান ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন। ভাষার অর্থের আলোচনায় অনেকে অর্থ পরিমাপের যে চেষ্টা করেন তা লক্ষ করা যায় অসগুড (Osgood), সুসি (Suci) এবং টেনেন বাউম (Tdnnenbaum)-এর আলোচনায়। উপরিউক্ত তিনজন তাঁদের বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'The Measurement of Meaning', গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁরা অর্থ পরিমাপ ও অর্থ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনায় অগ্রসর হননি। তবে তাঁরা এখানে আবেগিত অর্থ (Emotive Meaning) অথবা ভাবার্থ (Connatational Meaning) সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ১৯৭৪ সালে জিওফ্রে লিচ (Geoffrey Leech)-এর 'Semantics' নামক বইটি প্রকাশিত হয়। লিচ এ বইটিতে বাগর্থবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সঙ্গে এ গ্রন্থে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাগর্থবিজ্ঞানকে আলোকিত করেছেন। এফ. আর পামার (F. R. Palmer) তাঁর 'Semantics' নামক বইটিতে সহজ, সরল ও সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে বাগর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। পামার সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন। জন লায়ন্স (John Lyons)-এর 'Semantics' ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। লায়ন্স দু'খণ্ডে বিন্যস্ত এ বইটিতে সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তিতে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেছেন। ১৯৯৫ সালে লায়ন্সের 'Linguistic Semantics : An Introduction' শিরোনামে অপর একটি বই প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে ভাষিক স্তরের ভিত্তিতে অর্থের আলোকে উচ্চারণ (Utterance), শব্দ (Word) এবং বাক্য (Sentence) সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, ১৯৩১ সাল বাগর্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য একটি বছর। এ বছর বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। এক্ষেত্রে অধ্যাপক স্ট্যার্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক স্ট্যার্ন তাঁর 'Meaning and Change of Meaning' নামক সংশ্লেষ (Synthesis)-এ নিজস্ব অনুসন্ধান দ্বারা বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় কিছু নতুন ধারা (Trend) প্রবর্তন করেন। এছাড়া এ সময়ে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) ও মনোবিজ্ঞান (Psychology)-এর বাগর্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাষা প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধানসমূহ (Linguistically relevent enquireies) এবং হেড (Head)-এর বাগ্‌লোপ ব্যাধি (aphasia) সংক্রান্ত গবেষণা বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

অগডেন এবং রিচার্ডস-এর 'The Meaning of Meaning' গ্রন্থ প্রকাশের দশ বছর পর ১৯৩৩ সালে ব্লুমফিল্ড (Bloomfild)-এর 'Language' প্রকাশিত হয়। ব্লুমফিল্ড তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী এ বইটিতে বাগর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা বাগর্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার গতিরোধ করে এবং পরবর্তী বিশ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা থেমে থাকে। তবে বৃটিশ,জার্মান ও সুইস ভাষাবিজ্ঞানীরা সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা চালিয়ে যান। ব্লুমফিল্ড অর্থকে ভাষার সবচেয়ে দুর্বল দিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাঁর মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় আরো অগ্রগতি সাধিত না-হলে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে দুর্বল আলোচনা হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে।[৫] বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় ব্লুমফিল্ড, অগডেন ও রিচার্ডস যে ভুলটি করেছিলেন সেটি হচ্ছে তাঁরা মনোবিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আলোকে বাগর্থবিজ্ঞানকে বিচার করেছেন,

তাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেননি।[৬] ব্লুমফিল্ডের প্রভাবে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানী কর্তৃক বাগর্থবিজ্ঞান ভাষার আলোচনা থেকে নির্বাচিত হলেও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীদের কর্তৃক ভাষার আলোচনায় বাগর্থবিজ্ঞানের প্রত্যাবর্তন ঘটে। রূপান্তরবাদীদের মাধ্যমে বাগর্থবিজ্ঞানের কেবল প্রত্যাবর্তনই ঘটেনি, প্রবল প্রতাপের সঙ্গে বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। চর্মস্কির প্রতিভাবান অনুসারীরা তাঁরই তত্ত্বকে চূড়ান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে সৃষ্টি করেছেন এমন এক রূপান্তর ব্যাকরণ, যার নাম তাঁরা দিয়েছেন জেনারেটিভ সিম্যানটিকস বা সৃষ্টিশীল অর্থতত্ত্ব।[৭]

জর্জ ল্যাকফ (George Lakaff) সর্বপ্রথম জেনারেটিভ সিম্যানটিকস পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।[৮] বিশ শতকের ষাটের দশকের শেষাংশ হতে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভাষার বাক্যিক (Syntactic) ও বাগর্থতাত্ত্বিক (Semantic) গবেষণার ক্ষেত্রে জেনারেটিভ সিম্যানটিকস বা সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে। সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে জর্জ ল্যাকফ (George Lakaff), জেমস ডি ম্যাকলে (James D. Mccawly), পল এম পোস্টাল (Paul M. Postal) এবং জন রবার্ট রস (John Robert Ross)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯] এঁদের মধ্যে ল্যাকফ এবং পোস্টাল সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের উদ্ভবে বিশেষ অবদান রাখেন। সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের উদ্ভবের ফলে রূপান্তরমূলক বাক্যিক কাঠামো (Transformational Syntactic frame work) চর্চার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান রূপান্তরমূলক বাক্যিক কাঠামোর পরিবর্ধিত রূপের বিভিন্ন অসঙ্গতি পূরণ করে।[১০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুটেস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ১৯৬৬-৬৭ এ পাঠদানের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ল্যাকফ এবং রস পাঠদান কার্যক্রমে বিমূর্ত বাক্যতত্ত্ব (Abstract Syntax) সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ নির্দেশিত হয় এবং পরবর্তীকালে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান গবেষণার পথ সুগম হয়। ল্যাকফ এবং রসের বহু শিক্ষার্থী শিক্ষকের পদাঙ্কানুসারে বাগর্থবিজ্ঞানের গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে অস্টিনের টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান হার্ভার্ড- এম. আই. টি ভাষাতাত্ত্বিক সম্প্রদায় (Linguistic Community)-এর বাইরে সাফল্যজনকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গুয়িস্টিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। লিঙ্গুয়িস্টিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায় এবং এ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বহু শিক্ষার্থী ল্যাকফ, ম্যাকলে এবং রস কর্তৃক পাঠদানকৃত বিভিন্ন কোর্সের ভিত্তিতে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান, বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা করেন। এছাড়াও লিঙ্গুয়িস্টিক ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো আর্থ সংগঠন (Semantic Structive) -এর ধারণা সবিস্তারে উপস্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় আর্থ সংগঠনভিত্তিক আলোচনার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১]

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিকাগো লিঙ্গুয়িস্টিক সোসাইটি (Chicago Linguistic Society)-এর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশন বহু সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপস্থিতির সংখ্যাগত দিক হতে এবং জমাকৃত ও পঠিত প্রবন্ধের সংখ্যাগত দিক হতে এ অধিবেশন শিকাগো লিঙ্গুয়িস্টিক সোসাইটির পূর্ববর্তী সকল অধিবেশনকে অতিক্রম করে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েক বছর শিকাগো লিঙ্গুয়িস্টিক সোসাইটির অধিবেশন সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র রূপে কাজ করে। শিকাগো লিঙ্গুয়িস্টিক সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনের মাধ্যমে সমসাময়িককালে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কার্য সবচেয়ে বেশি সম্পাদিত হয়।[১২]

বিশ শতকের সত্তর দশকের মধ্যভাগে সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং সত্তর দশকের মধ্যেই তাঁরা সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাগর্থবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণাত্মক বাগর্থবিজ্ঞান (interpretive semantics)-এর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।[১৩]

বাগর্থবিজ্ঞান : বিভিন্ন জ্ঞানশাখার প্রসঙ্গ

বাগর্থবিজ্ঞান শুধু ভাষাবিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। প্রাচীনকাল থেকেই বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানীদের পাশাপাশি দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রবিদদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। এছাড়া মনোবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক সহ অন্যান্য জ্ঞানশাখার পণ্ডিতেরাও বিভিন্ন সময়ে বাগর্থবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে এঁদের সবাই নিজস্ব জ্ঞানশাখার পরিপ্রেক্ষিতে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেন।

একজন ভাষাবিজ্ঞানী ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে বোধ, অনুভূতি এবং বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা, বস্তু ইত্যাদি প্রকাশে কোন্ ধরনের ভাষিক স্তর (Linguistic level) ব্যবহার করে থাকে এবং এ ভাষিক স্তর ও ঘটনা, বস্তু, ধারণা, অনুভূতি, বোধ তথা বাস্তব জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক কী, এ সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিধির স্বরূপ কী রূপ তা একজন ভাষাবিজ্ঞানীর বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পায়। ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি (Method) এবং ভাষার বিভিন্ন স্তর (level)-এর আলোকে বাগর্থবিজ্ঞান আলোচনা করেন। যথা, 'আমি ফুল ভালোবাসে' এ বাক্যটি কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ বাক্যটিতে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। একজন ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব হচ্ছে অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষিক একক সমূহ কীভাবে কাজ করে তা খুঁজে বের করা। ভাষিক একক ছাড়াও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও বস্তুর প্রভাবও ভাষাবিজ্ঞানের অর্থের আলোচনার আওতাভুক্ত। যথা, 'ছেলেটি গাড়ি খায়' এ বাক্যটির কোনো অর্থ নেই। কেননা বাস্তব জীবনে কোনো ছেলের পক্ষে গাড়ি খাওয়া সম্ভব নয়। এ বাক্যটি যে অর্থবোধক নয় তা বোঝার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীকে বাস্তব জ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।

ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ গুরুত্বের কারণেই মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics) নামক ভাষাবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছে।

মানুষের ভাষা সৃষ্টি (production) এবং ধারণ (Reception)-এর প্রক্রিয়া নিয়ে মনোভাষাবিজ্ঞান আলোচনা করে। ভাষা-সৃষ্টি ও ভাষা-ধারণের সঙ্গে ভাষার অর্থ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানুষের সৃষ্ট ভাষা যদি অর্থবহ না হয় তবে তা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থাৎ মানুষ তা ধারণ করে না। যথা 'নীলা পানির উপর দিয়ে হাঁটে' কিংবা 'মিলা মাটিতে ওড়ে' বাক্য দুটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও বাক্য দু'টি ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ। এ দু'টি বাক্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বাক্য দু'টি অর্থবোধকতায় বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ যখন ভাষা শেখে তখন সে অর্থবোধক ভাষিক এককই শেখে। এজন্যেই বাংলাভাষী কোন শিশু বাংলাভাষা শেখার সময় 'ঘোড়া' নামক প্রাণী অর্থে 'horse' শব্দটি শিখবে না, সে ঘোড়া শব্দটি শিখবে। কেননা ঘোড়া শব্দটি বাংলাভাষায় অর্থবহন করলেও horse শব্দটি কোন অর্থ বহন করে না। মনোবৈজ্ঞানিক বাগর্থবিজ্ঞান (Psychological Semantics)-এ ভাষার অর্থের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের চিন্তাশীলতা, জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া, মানুষ কর্তৃক সত্য-মিথ্যার মূল্যায়ন এবং সত্য-মিথ্যার পৃথকীকরণ ইত্যাদি বিষয় এবং এসব ক্ষেত্রে বাগর্থবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা মানুষ ভাষার মাধ্যমেই চিন্তা করে, জ্ঞানার্জন করে, সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ করে এবং সত্য-মিথ্যার মূল্যায়ন করে। ভাষার অর্থ উপলব্ধি করতে না-পারলে মানুষ এসবের কিছুই করতে পারে না। যেমন 'তার চাঁদমুখ দেখে প্রাণ ভরে যায়' এ বাক্যটির অর্থ উপলব্ধি করা গেলে বোঝা যাবে যে 'চাঁদমুখ শব্দটি রূপগতভাবে সত্য, বস্তুগতভাবে শব্দটি সত্য নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রপঞ্চ (Phenomena) ভাষায় ব্যক্ত করার জন্য মানুষ যে ভাষিক প্রকাশ (Linguistic expression) ব্যবহার করে সেই ভাষিক প্রকাশ ও প্রপঞ্চের মধ্যকার সম্পর্ক নিরীক্ষা করে দার্শনিক বাগর্থবিজ্ঞান (Philosophical Semantics)। কোন্ কোন্ শর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন ভাষিক প্রকাশ সত্য বলে গৃহীত হয় বা মিথ্যা বলে গৃহীত হয় তাও দার্শনিক বাগর্থবিজ্ঞান বিবেচনা করে। আর এভাবেই দর্শনের সঙ্গে বাগর্থবিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

নৃবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। ভাষা মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য বিষয়। আর তাই নৃবিজ্ঞান মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে মানুষের ভাষা নিয়েও আলোচনা করে। ভাষার মূল লক্ষ ভাব বিনিময় করা এবং এ ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাগর্থবিজ্ঞান মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেই একজন মানুষ সামাজিক মানুষ হিসাবে অন্যের অনুভূতিকে উপলব্ধি করে। এ উপলব্ধিবোধ বিভিন্ন সত্তার অধিকারী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করে তোলে। এ ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড়তা মানুষকে নতুন উত্তরণের পথে অগ্রসর করে, যার ভেতর দিয়ে গঠিত হয় সমাজ, একই ভাষা ও সংস্কৃতিভুক্ত মানবগোষ্ঠী। ভাষাবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে বাগর্থবিজ্ঞান ও জ্ঞাতিতত্ত্ব (Kinship) কাজ করে থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ভিন্ন ও জটিল জাতিগত সম্পর্ক (Kinship relation) রয়েছে তা উদঘাটনে বাগর্থবিজ্ঞান সাহায্য করে।

সমাজ ও মানুষের সামাজিক আচরণের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। বাগর্থবিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক সমাজের সামাজিক অবস্থা ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক সমাজেই কিছু-না-কিছু নিষিদ্ধ শব্দাবলী (Taboo words) প্রচলিত থাকে। এসব নিষিদ্ধ শব্দাবলীর অর্থ বিশ্লেষণ করলে অনেক সমাজের প্রকৃতি ও প্রথা উদঘাটন করা সম্ভব।

যেমন, বাংলাভাষী অনেক অঞ্চলে স্বামীর নাম উচ্চারণ স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু যেসব নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন তাঁরা স্বামীর নাম উচ্চারণে সংকোচ বোধ করেন না এবং বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে বিষয়টি তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে না। অথচ অশিক্ষিত সমাজে এখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করাকে অলঙ্ঘনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ থেকে বাংলাভাষী সমাজের একটি সামাজিক প্রথার পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ প্রথার পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। লাঙ্গল, জোয়াল, বীজ ধান ক্ষেত ইত্যাদি শব্দের অর্থ বাংলাভাষী সমাজের কৃষিজীবী বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে। সুতরাং সমাজের প্রকৃতি ও বিকাশের আলোচনায় বাগর্থবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

সাহিত্যিকদের আলোচনায় বাগর্থবিজ্ঞানের বিরাট ভূমিকা বিদ্যমান। সাহিত্যিকদের কাব্যিক ও রূপক ভাষার আলোচনা বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা ছাড়া দুরূহ হয়ে পড়ে। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' এ বাক্যে কবি কী বোঝাতে চান তা বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। শব্দগতভাবে এ বাক্যের কোনো অর্থ হয় না। কারণ মানুষ সাধারণত হাজার বছর বেঁচে থাকে না এবং কারো পক্ষে হাজার বছর ধরে হাঁটাও সম্ভব নয়। কবি এ বাক্যটির মাধ্যমে জীবনের ক্লান্তি বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে প্রয়োজনীয় অর্থ (essential meaning) এবং বহুমুখী অর্থ (Multiple) আলোচনার মাধ্যমে বাগর্থবিজ্ঞানই ঐ বাক্যটির যথার্থ অর্থ-উদঘাটন করতে পারে প্রকৃতপক্ষে ভাষার কাব্যিক, রূপক এবং ভাবার্থমূলক অর্থই বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে। যেমন, চাঁদমুখ, সোনার বাংলা ইত্যাদি শব্দের অর্থ কাব্যিক, রূপক এবং ভাবার্থমূলক অর্থ দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব। শব্দগতভাবে অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, চাঁদমুখ হচ্ছে চাঁদের মতো গোলাকার সাদা মুখ; কিন্তু 'চাঁদমুখ' সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সোনার বাংলা হচ্ছে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ। কিন্তু সোনার বাংলা সুখী-সমৃদ্ধ-সচ্ছল বাংলাদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইতিহাস কোনো দেশ, মহাদেশ বা পৃথিবীর অতীত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। এ ঘটনা রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজ নিয়ে আবর্তিত হতে পারে। ইতিহাসের আলোচনাতেও বাগর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা বিদ্যমান। যেমন, 'জমিদার' শব্দটি বাংলাভাষী মানুষের কাছে অতি পরিচিত একটি শব্দ। বাংলাভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে শব্দটি বহুল প্রচলিত ছিল। 'জমিদার' শব্দটি বৃটিশ শাসনামলের বাংলাভাষী সমাজের ইতিহাস তুলে ধরে। তেমনি নবাব, মীরজাফর, রাজাকার ইত্যাদি শব্দের অর্থকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিত্র। এভাবে ভাষার বিভিন্ন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে ইতিহাস রচনার উপাদান পাওয়া যায়

দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানশাখার আলোচনায় বাগর্থবিজ্ঞানের যেমন অবদান রয়েছে, তেমনি বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় এসব জ্ঞান শাখার ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ বাগর্থবিজ্ঞান ও বিভিন্ন জ্ঞানশাখার মধ্যকার সম্পর্কটি পারস্পরিক। কাজেই ভাষাবিজ্ঞানীরা বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় ঐ সমস্ত জ্ঞানশাখার সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানী ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানশাখার পণ্ডিতদের দ্বারা আলোচিত হওয়ার কারণে বাগর্থবিজ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

বাগর্থবিজ্ঞান এবং ভাষিক বাগর্থবিজ্ঞান

উনিশ শতকের শেষাংশের বাগর্থবিজ্ঞান অর্থে 'Semantics' পরিভাষাটি গ্রিক ভাষা থেকে গৃহীত হবার পর থেকে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে বাগর্থবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মিশেল ব্রেল বাগর্থবিজ্ঞানকে চিহ্নিত করেছেন সংকেতের বিজ্ঞান হিসেবে (The science of significations)।[১৪] স্টিফেন উলম্যান-এর মতে, বাগর্থবিজ্ঞান হচ্ছে অর্থের তত্ত্ব (The theory of meaning)।[১৫] জন লায়ন্স জিওফ্রে লিচ, ডেভিড ক্রিস্টাল, পামার প্রমুখ পণ্ডিত বাগর্থবিজ্ঞানকে অর্থের বিদ্যা (the study of meaning) হিসেবে নির্দেশ করেছেন। জর্জ ইউলের মতে, বাগর্থবিজ্ঞান হচ্ছে শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের অর্থ সংক্রান্ত বিদ্যা (Semantics is the study of the meaning of words, phrases and sentences.)[১৬] জর্জ ইউল বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় ভাষার কোন্ কোন্ উপাদান আলোচিত হবে তা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁর সংজ্ঞায় রূপমূল (morpheme), খণ্ডবাক্য (Clause) এবং উচ্চারণ (Utterence)-এর বিষয় উল্লেখ করেননি।

প্রকৃতপক্ষে বাগর্থবিজ্ঞান কেবল রূপমূল, শব্দ, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য ও উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করে না। শব্দ বা রূপমূলের চেয়েও ক্ষুদ্র একক থেকে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়। এ ক্ষুদ্র এককটির নাম অর্থমূল (Semene)। অর্থের অতি ক্ষুদ্র এককে অর্থমূল হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (minimal unit of meaning)।[১৭] অনেকে রূপমূলের অর্থকে অর্থমূল নামে অভিহিত করে থাকেন। কেননা, বদ্ধ রূপমূলসমূহ যেসব অর্থবহন করে সে অর্থসমূহ ভাষার ন্যূনতম অর্থবোধক এককের অর্থ। কারো কারো মতে, অর্থমূল হচ্ছে অর্থের বৈশিষ্ট্য (Features of meaning)। অর্থের বৈশিষ্ট্য বলতে তাঁরা আর্থ-অংশ (Semantic component) এবং আর্থ বৈশিষ্ট্য (Semantic feature)-কে বুঝিয়েছেন। ব্যাকরণিক সংগঠন (Grammar's Organisation)-এর পরিপ্রেক্ষিতে যখন অর্থমূল আলোচনা করা হয় তখন তাকে আর্থ-অংশ বলা যায়। অন্যদিকে যখন শব্দগত একক (Lexical items)-এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমূল আলোচনা করা হয় তখন সে আলোচনাকে আর্থ বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। যেমন,

কর্ + অ = কর /Kara/
জান + আ = জানা /Jana /
পড় + আই = পড়াই /Parai/
পাগল + আমি = পাগলামি /Paglami/

এসব শব্দে –অ, –আই, –আমি ইত্যাদি ভাষিক এককের কারণে শব্দের নতুন অর্থ-প্রাপ্তি ঘটেছে। এসব ভাষিক একক বা বদ্ধ রূপমূল ভাষার অর্থ-অংশকে তুলে ধরে। অর্থাৎ আর্থ-অংশের আলোচনা নতুন শব্দ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। নতুন শব্দ গঠিত হলেই নব্য শব্দটি তার পুরনো অর্থকে পরিহার করে নতুন অর্থ ধারণ করে। নতুন শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে পুরনো শব্দের সঙ্গে যে নতুন উপাদানসমূহ যুক্ত হয় সেগুলিই শব্দের নতুন অর্থের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং এসব নতুন উপাদানের অর্থই আর্য অংশের আলোচ্য বিষয়। নিচের বাক্যগুলি লক্ষ করা যাক—

তুমিই এ কাজ করেছো। (জোর জ্ঞাপক)
আমি তো তোমাকে এ কথা বলিনি! (বিস্ময় প্রকাশক)
কী যা তা বলছো! (উষ্মা প্রকাশক)

এ তিনটি বাক্যের -ই, -তো, যা-তা এসব ভাষিক উপাদানের অর্থ থাকলেও শব্দের অর্থ যেভাবে অভিধানে সংরক্ষিত থাকে, এসব উপাদানের অর্থ সেভাবে রক্ষিত থাকে না। উপাদানের ভাষার রূপতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে এসব ভাষিক উপাদানের অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্র এ ধরণের ভাষিক উপাদানের অর্থ সংক্রান্ত আলোচনা ভাষার আর্থ অংশের আলোচনার আওতাভুক্ত।

ভাষার অনেক শব্দই একাধিক অর্থবহন করে। যেমন 'মুখ' শব্দটি মুখমণ্ডল, বাচনশক্তি, গৃহাদির প্রবেশ পথ, মোহনা ইত্যাদি অর্থ বহন করে থাকে। এসব কয়টি অর্থ 'মুখ' শব্দটির আর্থ বৈশিষ্ট্য।

বাগর্থবিজ্ঞান বিভিন্ন জ্ঞানশাখার পণ্ডিতদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভাষাবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা চিহ্নিত করার জন্যে ভাষিক বাগর্থবিজ্ঞান (Linguistic Semantics) পরিভাষাটির উদ্ভব ঘটেছে। রনি ক্যান (Ronnie Cann) মানব ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের অর্থ সংক্রান্ত পঠন-পাঠনকে ভাষিক বাগর্থবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৮] লায়ন্সের মতে, স্বাভাবিক ভাষা (Natural Language)-এর শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) এবং ব্যাকরণ (Grammar)-এরঅর্থের পদ্ধতিগত আলোচনা হচ্ছে ভাষিক বাগর্থবিজ্ঞান।[১৯] সাধারণভাবে ভাষা সংগঠনের ভিত্তিতে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হলে সে আলোচনাকে ভাষিক বাগর্থবিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা যায়।

বাগর্থবিজ্ঞান : প্রসঙ্গ অর্থ

বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনা মানব ভাষার অর্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। অর্থ সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মনীষী কৌতূহল প্রদর্শন করে অর্থ কী তা জানতে চেষ্টা করেছেন। অর্থের স্বরূপ প্রসঙ্গে দার্শনিকেরা ২০০০ বছরের চেয়েও বেশী সময়কাল ধরে তর্ক-বিতর্ক করে চলেছেন। কিন্তু এখনো কোন মনীষী অর্থের সন্তোষজনক সংজ্ঞা প্রদান করতে সক্ষম হননি। বাগর্থবিজ্ঞানে অর্থ সম্পর্কে যে সংজ্ঞাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় সেটি এরূপ — অর্থ হচ্ছে অনুমান (Ideas) অথবা ধারণা (Concepts), যা ভাষার মাধ্যমে বক্তার মন থেকে শ্রোতার মনে স্থানান্তরিত হয় (meanings are ideas or concepts, which can be transferred from the mind of the speaker to the mind of the hearer)।[২০] বস্তুত ভাষার অর্থ হচ্ছে এক ধরনের বার্তা (informations) বা সংবাদ (news)। মানুষ ভাষার মাধ্যমে অর্থাৎ ভাষার শব্দ, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য, সংকেত বা প্রতীকের মাধ্যমে যে বার্তা বা সংবাদ অন্যের কাছে পৌঁছতে চায় সে বার্তা বা সংবাদকে অর্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

অর্থের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে অর্থ ধারণাটি সহজ মনে হলেও অর্থ সহজ বিষয় নয়। অর্থের বহুমুখী চরিত্র অর্থের ধারণাতে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অর্থের বহুমুখী চরিত্র নির্দেশের জন্যে ভাষাবিজ্ঞানীদেরকে বিভিন্ন ধরনের অর্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। জিওফ্রে লিচ সাত ধরনের অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন — ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning), ভাবগত অর্থ (Connotative meaning), সামাজিক অর্থ (Social meaning), অনুভূতিগত অর্থ (Affective meaning), প্রতিফলিত অর্থ (Reflected meaning), সহাবস্থানগত অর্থ (Collocative meaning) এবং বক্তব্যগত অর্থ (Thematic meaning)।[২১]

ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning)

ধারণাগত অর্থকে ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। যেমন, মাথা শব্দটি মস্তক, শীর্ষ, আরম্ভ, প্রধান ইত্যাদি অর্থ বহন করে। অর্থের আবার বিভিন্ন অংশ থাকে। যেমন নারী শব্দটি + মানুষ, + স্ত্রীলিঙ্গ, + প্রাপ্ত বয়স্ক এ তিনটি ক্ষুদ্রতম স্বাতন্ত্র্যসূচক অর্থবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অর্থাৎ নারী শব্দটির তিনটি আর্থ অংশ রয়েছে। অর্থের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় অংশসমূহকে ধারণাগত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ধারণাগত অর্থ শব্দের আক্ষরিক ব্যবহার (literal use)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন ইংরেজি ভাষার 'needle' শব্দটির সঙ্গে thin, sharp, steel, instrument এ ধারণাগুলো সম্পর্কিত রয়েছে। অর্থাৎ needle শব্দটি শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা যে কোন শ্রোতার মনে সরু, ধারালো, ইস্পাতনির্মিত, যন্ত্র সাদৃশ্য কোন বস্তুর ছবি ভেসে উঠবে। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা (concept) বা ভাব (reference) থাকে। মানুষ সেই ধারণা বা ভাব শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ইত্যাদি ভাষিক একক (Linguistic element) দ্বারা প্রকাশ করে। কোন ভাষিক একক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন ধারণা বা ভাব প্রাথমিকভাবে শ্রোতার মনে জন্মায়। প্রাথমিকভাবে উৎপাদিত এ ধারণা বা ভাবই হচ্ছে ধারণাগত অর্থ। অর্থাৎ ধারণাগত অর্থ বাস্তবের কোন বস্তু বা ঘটনার রূপ বা গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। জীবন ও জগতের বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তু সম্পর্কিত কোন জ্ঞান বা বোধই হচ্ছে ধারণাগত অর্থ। ধারণাগত অর্থের সঙ্গে ধারণা (reference) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। উল্লেখ্য যে, ধারণাগত অর্থকে যৌক্তিক অর্থ (Logical meaning) বা নির্দেশগত অর্থ (Denotative meaning) বা বোধগত অর্থ (Congnitive meaning) হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ভাবগত অর্থ (Connotative meaning)

ভাষার বিভিন্ন ভাষিক একক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে ধারণাগত অর্থ ছাড়া ভাবগত অর্থও প্রকাশ করে। বাংলা ভাষার মহিলা শব্দটি মানুষ, স্ত্রীলোক, প্রাপ্ত বয়স্ক ইত্যাদি অর্থ ধারণ করে। এসব অর্থ মহিলা শব্দটির ধারণাগত অর্থ। মেয়ে বাংলা ভাষার আরেকটি শব্দ। মেয়ে শব্দটির ধারণাগত অর্থ হচ্ছে মানুষ, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক। বাংলাভাষা সম্প্রদায়ের যে কোন শ্রোতার মনে মহিলা এবং মেয়ে জাগ্রত করবে। যেমন দ্বিপদ প্রাণী, সঙ্গপ্রিয়, সহজাতভাবে মাতৃসুলভ, রন্ধনকর্মে দক্ষ, ভাষা ব্যবহারে ও গর্ভধারণে সক্ষম ইত্যাদি। কোন বস্তু বা প্রাণী বা ঘটনা নির্দেশক ভাষিক একক ঐ বস্তু বা প্রাণী বা ঘটনার গঠন বা রূপের অতিরিক্ত যেসব বৈশিষ্ট্য বা অর্থ প্রকাশ করে তাকে ভাবগত অর্থ বলা যায়। যেমন : 'মহিলা' এবং 'মেয়ে' শব্দ দু'টির ভাবগত অর্থ হচ্ছে দ্বিপদ বিশিষ্টতা, সঙ্গপ্রিয়তা, মাতৃসুলভতা, রন্ধনকর্মে দক্ষতা, ভাষা ব্যবহারে ও গর্ভধারণে সক্ষমতা ইত্যাদি। ব্যক্তির বয়স ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে এবং সমাজভেদে ভাবগত অর্থ ভিন্নতা লাভ করে থাকে। যেমন ইংরেজি ভাষা সম্প্রদায়ের কাছে Woman শব্দটি যে ভাবগত অর্থ প্রকাশ করবে, বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের কাছে মহিলা শব্দটি ইংরেজি Woman শব্দটির মতো অভিন্ন ভাবগত অর্থ প্রকাশ করে না। মহিলা ও woman শব্দ দুটির ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning) অভিন্ন। women ও

মহিলা শব্দ দু'টির ভাবগত অর্থের ক্ষেত্রে ইংরেজ সমাজ ও বাঙালি সমাজ নিজস্ব সামাজিক নিয়ম-রীতির প্রভাব ফেলবে। শুধু সমাজ নয়, ব্যক্তির বয়স ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতাও ভাবগত অর্থকে প্রভাবিত করে। একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের কাছে এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কাছে মহিলা শব্দটি অভিন্ন ভাবগত অর্থ প্রকাশ করে না। একজন নারীবাদে বিশ্বাসী মানুষের মনে মহিলা শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে, একজন নারী বিদ্বেষী মানুষের মনে মহিলা শব্দটি সেই একই অর্থ প্রকাশ করবে না। উল্লেখ্য যে, ধারণাগত অর্থ সর্বদা অভিন্ন থাকলেও ভাবগত অর্থ সর্বদা অভিন্ন থাকে না। সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ব্যক্তি মানসের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে ভাবগত অর্থ অস্থিতিশীল (unstable) বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। নির্দিষ্ট কোন কাঠামোতে ভাবগত অর্থকে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

সামাজিক অর্থ (Social meaning)

সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সমাজ ও ভাষার বলিষ্ঠ সম্পৃক্ততার কারণে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষার যে অর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বা পরিবেশ তুলে ধরে তাকে সামাজিক অর্থ বলা যায়। সামাজিক অর্থ সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বহন করে এবং এসব তথ্য ভাষার অর্থবোধকতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে প্রথম সম্বোধনে সালাম জানানো যাবে না, তাকে নমস্কার জানাতে হবে। 'নমস্কার' শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, সম্বোধিত ব্যক্তি ধর্মগত দিক হতে একজন হিন্দু। এক্ষেত্রে 'সালাম' শব্দটি ব্যবহৃত হলে তা অর্থবোধকতায় বাধা সৃষ্টি করবে। সামাজিক অর্থ বক্তা-শ্রোতার মধ্যকার সামাজিক অবস্থানও নির্দেশ করে। যেমন 'আপনি বসুন' এ বাক্যটি থেকে বোঝা যায় যে, বক্তা শ্রোতার চেয়ে বয়সে ছোট এবং শ্রোতা বক্তার চেয়ে বয়সে বড়। শ্রোতা বয়সে ছোট হলে কিংবা সমবয়সী হলেও বক্তা শ্রোতাকে আপনি সম্বোধন করতে পারেন, যদি শ্রোতা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হন। উপভাষা, সময়ভিত্তিক ভাষা (উনিশ শতকে ভাষা, অষ্টাদশ শতকের ভাষা), বিভিন্ন জ্ঞান-শাখার ভাষা (আইনের ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা, বিজ্ঞাপনের ভাষা), বিভিন্ন অবস্থানের ভাষা (পারিবারিক ভাষা, প্রমিত ভাষা), বিভিন্ন পেশার ভাষা (শিক্ষকের ভাষা, ডাক্তারের ভাষা), শৈলীগত ভাষা (রবীন্দ্রনাথের ভাষা, নজরুলের ভাষা) ইত্যাদি ভাষায় বিভিন্ন ভাষিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এ ধরণের ভাষিক বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ফুটে ওঠে। যেমন, কোন বক্তার ভাষায় নোয়াখালীর উপভাষার শব্দ বা উচ্চারণ পাওয়া গেলে শ্রোতা সহজে বুঝে নেন যে, বক্তা নোয়াখালী অঞ্চলের অধিবাসী। কোন বক্তা প্রমিত ভাষায় কথা বললে সাধারণভাবে ধরে নেয়া যায় যে তিনি শিক্ষিত। এছাড়া ব্যক্তির বাচনভঙ্গিও সামাজিক অর্থ বহন করে। অনুরোধ, দৃঢ়তা প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা, হুমকি প্রদান ইত্যাদি ভাব প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গি সামাজিক অর্থ বহন করে। উল্লেখ্য যে, সামাজিক অর্থকে শৈলীগত অর্থ (Stylistic meaning) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। কুশল বিনিময় জ্ঞাপক বিভিন্ন ভাষিক এককের অর্থ সামাজিক অর্থের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যথা, কেমন আছেন, সব খবর ভালো তো, দিনকাল কেমন যাচ্ছে?

অনুভূতিগত অর্থ (Affective meaning)

মনের ভাব প্রকাশের জন্যেই ভাষার উদ্ভব। মানুষ তার মনের বিশেষ কোন অনুভূতি, আবেগ কিংবা বিশ্বাস প্রকাশের জন্যে কখনো কখনো বিশেষ কিছু ভাষিক এককের আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব ভাষিক এককের অর্থই হচ্ছে অনুভূতিগত অর্থ। ভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বক্তার মনের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশক অর্থকে অনুভূতিগত অর্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়। যেমন,

১. ক) বাহ্! ছেলেটির হাতের লেখা চমৎকার।
   খ) ছেলেটির হাতের লেখা চমৎকার
২. ক) হায়! হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।
   খ) আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।
৩. ক) সাবাস! তোমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছো।
   খ) তোমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছো।

উপরিউক্ত বাক্যসমূহের মধ্যে ১. ক), ২. ক), ৩. ক) বাক্যসমূহে অনুভূতি প্রকাশক কিছু ভাষিক একক ব্যবহৃত হয়েছে এবং এসব ভাষিক একক বক্তার মনের বিশেষ অবস্থা (বিস্ময়, হতাশা বা হাহাকার, আনন্দ) প্রকাশ করছে। বাংলা ভাষায় বাহ্, আহ্, ছিঃ, ইশ্, ছিঃ ছিঃ, উফ, উঃ ইত্যাদি মনোভাববাচক অব্যয়সমূহ সাধারণত অনুভূতিগত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। ইংরেজি ভাষায় alas, hurrah, oh, o, ouch ইত্যাদি মনোভাববাচক অব্যয়সমূহের মাধ্যমে অনুভূতিগত অর্থ প্রকাশিত হয়। শুধু শব্দ নয়, বাক্যও অনুভূতিগত অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন,

বাড়িটি কি সুন্দর!

তুমি কি বোকা!

আমি যদি পাখি হতাম!

অনুভূতিগত অর্থ এক ধরনের পরাশ্রয়ী অর্থ। কেননা এ অর্থ ধারণাগত অর্থ, ভাবগত অর্থ ও শৈলীগত অর্থের উপর নির্ভরশীল তবে মনোভাবসূচক ভাষিক এককসমূহ অন্যান্য অর্থের সহায়তা ছাড়াই সরাসরিভাবে অনুভূতিগত অর্থ প্রকাশ করে।

প্রতিফলিত অর্থ (Reflected meaning)

আমরা জানি একটি শব্দের সাধারণত একাধিক অর্থ থাকে। একাধিক অর্থের মধ্যে যদি একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ করে এবং সেই অর্থের সঙ্গে যদি ভাষিক একক নির্দেশক বস্তু বা ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রক্ষিত-না-হয় তবে এ ধরনের অর্থকে প্রতিফলিত অর্থ বলা যায়। প্রতিফলিত অর্থে সাধারণত শব্দের মুখ্য অর্থের বিলোপ ঘটে এবং গৌণ অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যেমন ইংরেজি ভাষায় Intercourse শব্দটির অর্থ সামাজিক মেলামেলা বা আদান প্রদান, ঈশ্বরের সঙ্গে ভাববিনিময়, যৌনসহবাস ইত্যাদি; এসব অর্থের মধ্যে যৌন সহবাস অর্থটি প্রাধান্য লাভ করেছে এবং Intercourse শব্দটি taboo words হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষার নিষিদ্ধ শব্দাবলী (Taboo-words)-এর নিষিদ্ধ অর্থ (Taboo meaning) এবং অনিষিদ্ধ অর্থ (Non taboo meaning)-এর প্রতি

লক্ষ করলে প্রতিফলিত অর্থ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ শব্দাবলীর নিষিদ্ধ অর্থ (Taboo meaning) হচ্ছে প্রতিফলিত অর্থ।

সহাবস্থানমূলক অর্থ (Collocative meaning)

সাধারণত একটি বাক্যে একগুচ্ছ শব্দ পাশাপাশিভাবে অবস্থান করে। (তবে একটি শব্দ দিয়েও একটি বাক্য হতে পারে। যেমন, তুমি কি বাড়ি যাবে ? এ প্রশ্নবোধক বাক্যটির উত্তর একটি বাক্যে হতে পারে — 'যাবো'।) বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ এলোমেলোভাবে অবস্থান করে না। শব্দের একটি অবস্থান আছে। বাক্যিকভাবে এবং শাব্দিকভাবে প্রতিটি শব্দের অবস্থান রয়েছে। যেমন, 'আমি বাড়ি যাবো' এটি গ্রহণযোগ্য বাক্য হলেও 'যাবো বাড়ি আমি' এ বাক্যটি অগ্রহণযোগ্য। 'টিপ টিপ বৃষ্টি' গ্রহণযোগ্য হলেও 'টিপ টিপ রোদ' গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ সব শব্দ সব শব্দকে পাশে অবস্থান করতে দেয় না। এটি শব্দের একটি খেয়ালী বৈশিষ্ট্য। শব্দের সহাবস্থানগত এ বিধি-নিষেধ ভাষার অর্থবোধকতায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যেমন 'টিপ টিপ বৃষ্টি' এ ভাষিক একক অর্থবোধকতায় কোন বিঘ্ন ঘটায় না। কিন্তু আমরা যদি বলি 'টিপ টিপ রোদ' কিংবা 'টিপ টিপ হাওয়া' তবে তা অর্থবোধক হবে না। 'প্রখর রোদ' এবং 'মৃদু হাওয়া' এ সংগঠন দু'টি অর্থবোধক হবে। জিওফ্রে লিচ ইংরেজি ভাষার 'Pretty' এবং 'handsome'-এ দু'টি বিশেষণবাচক শব্দের সহাবস্থানমূলক অবস্থান দেখিয়েছেন। শব্দ দু'টির অর্থ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও 'pretty' শব্দটি সাধারণত girl, boy, woman, flower, garden, colour, village ইত্যাদি শব্দের আগে বসে। বাংলা ভাষায় 'একটি' এবং 'একজন' সংখ্যাবাচক শব্দ দু'টির অর্থ অভিন্ন হলেও শব্দ দু'টি সব শব্দের সঙ্গে বসতে পারে না। যেমন 'একটি' শব্দ গাছ, ফুল, বই, কলম, বাড়ি, মেয়ে, ছেলে ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বসতে পারে। কিন্তু 'একজন' শব্দটি গাছ, ফুল, বই, কলম, বাড়ি, মেয়ে, ছেলে ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে বসতে পারে না। বসলে তা গ্রহণযোগ্য ভাষিক একক হয় না। 'একজন' শব্দটি শিক্ষক, মহিলা, নেতা, বিদেশ, কবি ইত্যাদি শব্দের আগে বসে। অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে সহাবস্থানগত একটি সম্পর্ক রয়েছে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের সহাবস্থানগত কারণে ভাষা যে অর্থবোধকতা লাভ করে সে-অর্থকে সহাবস্থানগত অর্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়। উল্লেখ্য যে, সহাবস্থান (Collocation) এবং সহাবস্থান বিধি (Co-occurance vestriction) সহাবস্থানগত অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বক্তব্যগত অর্থ (Thematic meaning)

বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ একটি বিশেষ ক্রম অনুসরণ করে অবস্থান করে। যেমন, বাংলা ভাষায় বিশেষণবাচক শব্দ বিশেষ্যবাচক শব্দের আগে বসে; বিশেষ্যবাচক শব্দ বাক্যের শুরুতে বসে; ক্রিয়াবাচক শব্দ বাক্যের শেষে বসে। অর্থাৎ ভাষার শব্দসমূহ একটি ক্রম (order) অনুসরণ করে চলে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহ কোন্ ক্রমে (ordering) ব্যবহৃত হচ্ছে, কোন্ শব্দের উপর আলোকপাত (focus) করা হচ্ছে এবং কোন্ শব্দের উপর জোর (emphasis) দেয়া হচ্ছে ইত্যাদি

বিষয়কে কেন্দ্র করে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। শব্দক্রম, আলোকপাতকৃত শব্দ এবং শব্দের জোরকে কেন্দ্র করে বাক্যের যে অর্থ-উন্মোচিত হয় তাকে বক্তব্যগত অর্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজি কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের বাক্যে বক্তব্যগত অর্থ সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। লিচ বক্তব্যগত অর্থ বোঝানোর জন্যে নিচের বাক্যসমূহ ব্যবহার করেছেন :

১. ক) Mrs. Bessie Smith donated the first prize.
   খ) The first prize was donated by Mrs. Bessie Smith.

২. ক) A man is waiting in the hall.
   খ) There's a man waiting in the hall.

৩. ক) They stopped at the end of the corridor.
   খ) At the end of the corridor, they stopped.

৪. ক) I like Danish cheese best.
   খ) Danish cheese I like best.
   গ) It's Danish cheese that I like best.

৫. ক) My brother owns the largest betting-shop in London.
   খ) The largest betting-shop in London belongs to my brother.

৬. ক) Bill uses, an electric razor.
   খ) The kind of razor that Bill uses is an electric one.

এ বাক্যগুলির প্রতি জোড়া বাক্য ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন, প্রথম বাক্যটির (ক) Subject তে গুরুত্বপূর্ণ নয়, object গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ Mrs. Bessie কি দিচ্ছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বাক্যটির (খ) তে Subject গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কে দিচ্ছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষায়ও এ ধরনের বাক্য লক্ষ করা যায়। যেমন ১. ক. সে এ কাজ করেছে খ. এ কাজ তার দ্বারা হয়েছে। ১. ক-তে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ১. খ-তে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য যে, ভাবগত অর্থ, সামাজিক অর্থ, অনুভূতিগত অর্থ, প্রতিফলিত অর্থ ও সহাবস্থানগত অর্থ এ পাঁচটি অর্থ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এজন্যেই জিওফ্রে লিচ এ পাঁচটি অর্থকে একত্রে আনুষঙ্গিক অর্থ (Associative meaning) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জিওফ্রে লিচের আলোচিত সাত প্রকারের অর্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে লিচের আলোচনায় অভাষিক প্রসঙ্গ (Non Linguistic context) প্রাধান্য পেয়েছে। লিচ মূলত সামষ্টিক ভাষাবিজ্ঞান (Macro Linguistics)-এর আলোকে অর্থ আলোচনা করেছেন। (সামষ্টিক ভাষাবিজ্ঞান সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, মন, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের

পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা নিয়ে আলোচনা করে)। লিচের সাত প্রকারের অর্থ বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লিচের ধারণাগত অর্থের সংজ্ঞা ও বর্ণনাতে জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology) এবং দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। ভাবগত অর্থের ক্ষেত্রে সমাজ, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বক্তা-শ্রোতার বয়স ও দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয়। অর্থাৎ ভাবগত অর্থের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক অর্থের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অনুভূতিগত অর্থ মন নামক কোমল বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মনোবিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে মন। প্রতিফলিত অর্থে সমাজ ও সংস্কারের স্পষ্টপ্রতিফলন ঘটেছে। সহাবস্থানগত অর্থে এবং বক্তব্যগত অর্থে ভাষিক পরিস্থিতি (Linguistic context) প্রাধান্য পেয়েছে।

ডি. এ ক্রুজ (D. A. Cruse) সাধারণভাবে অর্থকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—বর্ণনামূলক (Descriptive), ভাবমূলক (Expressive) এবং স্মৃতিমূলক (Evocative)।[২২]

বর্ণনামূলক অর্থ (Descriptive meaning)

যে অর্থ ভাষা ও বাস্তব জগতের মধ্যে সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষমতা রাখে তাকে বর্ণনামূলক অর্থ বলে। বর্ণনামূলক অর্থ ভাষার বাক্যসমূহের মধ্যে যৌক্তিকতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে বর্ণনামূলক অর্থ শুধু বর্ণনামূলক বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। প্রশ্নবোধক ও নির্দেশমূলক বাক্যের ক্ষেত্রেও বর্ণনামূলক অর্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা প্রশ্নবোধক ও নির্দেশমূলক বাক্যের সঙ্গে বর্ণনামূলক বাক্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'আমার নাম নীলা' এ বাক্যটি একটি বর্ণনামূলক বাক্য। কিন্তু বাক্যটি উৎপন্ন হয়েছে তোর / তোমার / আপনার নাম কি ? এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি থেকে। 'নীলা পড়তে বসো' এ নির্দেশমূলক বাক্যটি 'নীলা পড়তে বসছে না' এ বর্ণনামূলক বাক্যটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, ভাষার বর্ণনামূলক অর্থই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। বর্ণনামূলক অর্থকে বিবৃতিমূলক অর্থ (propositional meaning), ধারণাগত অর্থ (Ideation meaning), বোধগত অর্থ (cognitive meaning) নির্দেশগত অর্থ (Denotative meaning) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জিওফ্রে লিচ ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning) বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন ডি. এ. ক্রুজ বর্ণনামূলক অর্থ দ্বারা তাই নির্দেশ করেছেন।

ভাবমূলক অর্থ (Expressive meaning)

মানুষ ভাষার মাধ্যমে শুধু বস্তুজগৎ প্রকাশ করে না, তার মনোজগৎ-ও প্রকাশ করে। যে অর্থের দ্বারা মানুষের অনুভূতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় তাকে ভাবমূলক অর্থ বলে। যেমন, Ouch! এ শব্দটি ব্যথা প্রকাশ করে; অন্যদিকে 'I felt a sudden sharp pain' এ বাক্যটি ব্যথা বর্ণনা করে। এখানে ব্যথা প্রকাশক অর্থ হচ্ছে ভাবমূলক অর্থ। নিচের বাক্য দু'টি লক্ষ করা যাক—

১. She has spent the whole day weeping.

২. She has spent the whole day blubbering.

এ বাক্য দু'টির মধ্যে প্রথম বাক্যটি বর্ণনামূলক অর্থ বহন করে, দ্বিতীয় বাক্যটি ভাবমূলক অর্থ বহন করে। প্রতিটি ভাষায় ভাবমূলক অর্থ প্রকাশক কিছু শব্দ থাকে। যেমন, বাংলা ভাষার বাহ, উফ:, আহ, ছি: ইত্যাদি শব্দ ভাবমূলক অর্থ প্রকাশ করে। লিচ যে অর্থকে অনুভূতিগত অর্থ (Affective meaning) হিসেবে বর্ণনা করেছেন ডি. এ. ক্রজ সে অর্থকেই ভাবমূলক অর্থ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্মৃতিমূলক অর্থ (Evocative meaning)

ভাষায় এমন কিছু অর্থ আছে যা মানুষের স্মৃতিমূলক অনুভূতিকে জাগ্রত করে তোলে। যেমন ইংরেজি 'angry bull' ভাষার বাকাংশটি ইংরেজি ভাষী যে কোন শ্রোতার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে। এ আতঙ্কের জন্যে (angry bull-এর সম্মুখীন হবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ বর্ণনামূলক অর্থ এবং ভাবমূলক অর্থ ছাড়াও আরো এক ধরণের অর্থ রয়েছে যে-অর্থ ভাষিক একক নির্দেশক বস্তুটি সম্পর্কে বক্তা-শ্রোতার মনে অতিরিক্ত কোন তথ্য জাগ্রত করে তোলে। স্মৃতিপটে জাগ্রতকৃত এ অতিরিক্ত অর্থকে স্মৃতিমূলক অর্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়। যেমন, 'angry bull' বাক্যাংশটির আতঙ্কসূচক অর্থ হচ্ছে বাক্যাংশটির স্মৃতিমূলক অর্থ। একইভাবে বাংলাভাষায় 'মহামারী' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভাষী যে কোনো মানুষের মনে এক অজানা ভয়, আশংকা ও মৃত্যুভাবনা কাজ করে। এসবই শব্দটির স্মৃতিমূলক অর্থ। এ অর্থ বোঝার জন্যে 'মহামারী'র সম্মুখীন হওয়া অনাবশ্যক। এ ধরনের আরো অনেক শব্দই পাওয়া যায়। যেমন, দুর্ঘটনা, ছায়ামূর্তি, পাগলা কুকুর, মত্ত হাতি ইত্যাদি। লিচ ভাবগত অর্থ (Connotative meaning)-এর মাধ্যমে যে অর্থ অর্থ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন ডি. এ. ক্রজ স্মৃতিমূলক অর্থ হিসেবে সেই একই ধরনের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

ভাষার অর্থ শুধু সামষ্টিক ভাষাবিজ্ঞান Macro Linguistics)-এর আলোকে আলোচিত হয়নি; বাগর্থবিজ্ঞানীরা অর্থের আলোচনায় ব্যাষ্টিক ভাষাবিজ্ঞান (Micro Linguistics)-এর দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যবহার করেছেন। ব্যাষ্টিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে আলোচিত অর্থের আলোচনায় ভাষা সংগঠনের উপর ভিত্তি করে অর্থ আলোচিত হয়েছে।

শাব্দিক অর্থ ও ব্যাকরণিক অর্থ (Lexical meaning and Grammatical meaning)

শব্দ বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় একটি মৌলিক উপাদান। উনিশ শতকের ইংরেজ ব্যাকরণবিদ হেনরি সুইট শব্দকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা পূর্ণ শব্দ (full word) এবং রৌপ শব্দ (form word)। পূর্ণ শব্দের অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় এবং রৌপ শব্দের অর্থ ব্যাকরণের আওতাভুক্ত বিষয়। ইংরেজি Free, sing, blue, gently পূর্ণ শব্দের উদাহরণ : it, the, of, and ইত্যাদি রৌপ শব্দের উদাহরণ।[২৩]

রূপমূলতত্ত্ব (Morphology) যেসব ভাষিক একককে মুক্ত রূপমূল (Free morpheme)-এর মর্যাদা দেয়া হয় সেসব ভাষিক একককে হেনরি সুইট পূর্ণ শব্দ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জন লায়ন্স, পামার প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী পূর্ণ শব্দের অর্থকে শাব্দিক অর্থ (Lexical meaning) এবং রৌপ শব্দের অর্থকে ব্যাকরণিক অর্থ (Grammatical meaning) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শাব্দিক অর্থ কেবল স্বতন্ত্র শব্দের বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করা সম্ভব হলেও ব্যাকরণিক অর্থ স্বতন্ত্রভাবে

আলোচনা করা সম্ভব নয়। ব্যাকরণিক অর্থ শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। কখনো কখনো ব্যাকরণিক অর্থ পুরো বাক্যের উপর নির্ভরশীল থাকে।[২৪] কেননা ব্যাকরণিক অর্থ বহনকারী ভাষিক উপাদানসমূহ স্বতন্ত্রভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না এবং স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ বহন করে না; শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হবার পর সেসব উপাদানের অর্থ উন্মোচিত হয়। যেমন, বাংলা ভাষায় -রা, -এরা, -সমূহ, -গণ, -টি, দ্বারা, দিয়ে ইত্যাদি উপাদান অন্যান্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থবোধকতা লাভ করে। ব্যাকরণিক অর্থ ব্যাখ্যার জন্যে অনেক সময় বাক্যিক প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন পড়ে। নিচের বাক্যসমূহ লক্ষ করা যাক—

১. আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

২. বিনে পয়সায় কোন কাজ হয় না।

৩. কার সঙ্গে কার তুলনা করছো ?

৪. নীলার চেয়ে শীলা অনেক বেশি কর্মঠ।

উপরিউক্ত বাক্যসমূহে ব্যবহৃত দ্বারা, বিনে, সঙ্গে, চেয়ে ইত্যাদি ভাষিক এককের অর্থ বাক্যিক প্রেক্ষাপট ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

জন লায়ন্স শব্দমূল (lexeme)-এর অর্থকে শাব্দিক অর্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৫] শব্দমূল সাধারণত অভিধানে শিরোনাম হিসেবে পাওয়া যায়। শব্দমূল ভাষার বিমূর্ত একক (abstract unit)। শব্দমূল কথ্য ও লিখিত ভাষায় বিভিন্নভাবে সম্প্রসারিত হয়ে থাকে এবং শব্দমূল তার সম্প্রসারিত সকল রূপ সহযোগেই একটি শব্দমূল হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন ইংরেজি ভাষায় give, gives, given, giving, gave এসব কয়টি রূপ 'give' এ শব্দমূলের অন্তর্গত।[২৬] শব্দমূলের অর্থকেই ভাষাবিজ্ঞানীরা শাব্দিক অর্থ (lexical meaning) হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। শাব্দিক অর্থ সাধারণত অভিধানে সংকলিত থাকে। যেমন, বাংলাভাষার 'গাছ' শব্দটির অর্থ অভিধানে দেয়া আছে বৃক্ষ, তরু, লতা, গুল্ম ইত্যাদি। এসব অর্থই হচ্ছে শাব্দিক অর্থ।

বাক্যিক অর্থ ও উক্তিমূলক অর্থ (Sentence meaning and Utterence meaning)

জন লায়ন্স বাক্যিক অর্থ ও উক্তিমূলক অর্থের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। বাক্যিক অর্থ বাক্যের সঙ্গে এবং উক্তিমূলক অর্থ উক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাক্য হচ্ছে ভাষার বৃহত্তম ভাষিক ভৌত একক। বাক্য ব্যাকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়; অন্যদিকে উক্তি ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ বাক্য ভাষার তাত্ত্বিক দিক; উক্তি ভাষার প্রায়োগিক দিক। চমস্কীয় সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাবোধ (Competence) ও ভাষা-প্রয়োগ (Performance)-এর আলোকে বাক্য ও উক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকেন।[২৭]

পামারের মতে বাক্যের ব্যাকরণিক ও শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাক্যিক অর্থ অনুমান করা সম্ভব।[২৯] অর্থাৎ বাক্যিক অর্থ শুধুমাত্র ভাষা সংগঠনের আলোকে অনুমিত হয়ে থাকে। কিন্তু উক্তিমূলক অর্থে ভাষা সংগঠন ছাড়াও সমাজ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় প্রাসঙ্গিকতার দাবী উপস্থাপন করে। জন লায়ন্সের মতে বাক্যিক অর্থ ও প্রসঙ্গের সমন্বয়ে উক্তিমূলক অর্থের সৃষ্টি হয়।[৩৩] পামার লায়ন্সের এ বক্তব্য ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করেছেন। লায়ন্সের মতে, উক্তিমূলক অর্থ ভাষার

ব্যাকরণিক ও শাব্দিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়; উক্তিমূলক অর্থ ভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য (prosodic features) ও অতিভাষিক বৈশিষ্ট্য (Paralinguistic features) অথবা ভাষিক ও অভাষিক প্রসঙ্গ (Linguistic and no linguistic context) দ্বারা অনুধাবিত হয়।[৩১] যেমন,

১. আমি আগামীকাল চট্টগ্রাম যাবো।

২. আমি আগামীকাল চট্টগ্রাম যাবো।

৩. আমি আগামীকাল চট্টগ্রাম যাবো।

প্রথম বাক্যটিতে চট্টগ্রাম শব্দটির উপর জোর দেয়ার কারণে বোঝা যাচ্ছে আমি কুমিল্লা, সিলেট বা নোয়াখালী যাবো না, চট্টগ্রামেই যাবো। দ্বিতীয় বাক্যটিতে আগামীকাল শব্দের উপর জোর দেয়ার কারণে বোঝা যাচ্ছে আমি আজ যাবো না, আগামীকাল থাকে। তৃতীয় বাক্যের আমি শব্দটিতে জোর দেয়ায় বোঝা যাচ্ছে নীলা, শীলা বা মিলা নয় আগামীকাল চট্টগ্রাম আমিই যাবো। লক্ষ করলে দেখা যাবে বাক্যগুলিতে শব্দ সংখ্যা সমান এবং শব্দের অবস্থানও অভিন্ন। অথচ তিনটি বাক্য তিনটি অর্থ বহন করছে। এ অর্থসমূহ উক্তিমূলক অর্থ। বাক্যিক অর্থ ও উক্তিমূলক অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সাধারণত একটি বাক্যের একটি বাক্যিক অর্থ থাকে; কিন্তু একটি বাক্যের একাধিক উক্তিমূলক অর্থ বিদ্যমান থাকে।

বাক্যিক অর্থ ও উক্তিমূলক অর্থের মধ্যকার সহজাত পার্থক্যের কারণে অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ও যুক্তিবিদ মনে করেন যে, বাক্যিক অর্থ ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত বিষয় এবং উক্তিমূলক অর্থ প্রয়োগতত্ত্ব (Pragmatics)-এর আলোচ্য বিষয়। বাক্যিক অর্থ ও উক্তিমূলক অর্থের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাক্যিক অর্থ শুধু ভাষা সংগঠনের আলোকে আলোচিত হয়ে থাকে। কিন্তু উক্তিমূলক অর্থ ভাষা সংগঠন এবং দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, মন অর্থাৎ জীবন ও জগতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়।

অর্থের প্রকারভেদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

১. ভাষিক অর্থ (Linguistic meaning)

২. অভাষিক অর্থ (Non-linguistic meaning)

ভাষিক অর্থ হচ্ছে ভাষা সংগঠনভিত্তিক অর্থ। যেমন, ব্যাকরণিক অর্থ, বাক্যিক অর্থ, উক্তিমূলক অর্থ, শাব্দিক অর্থ ইত্যাদি। অভাষিক অর্থও ভাষা সংগঠনভিত্তিক অর্থ। তবে যেসব অর্থ অনুধাবনের জন্যে ভাষা সংগঠন ছাড়াও সমাজ, মন, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি অভাষিক বিষয়ের সাহায্য নিতে হয় সেসব অর্থকে অভাষিক অর্থ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

বাগর্থবিজ্ঞানের পরিধি

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যেসব শব্দ, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য, উক্তি ব্যবহার করে সেসব শব্দ, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য কীভাবে, কী উপায়ে অর্থ জ্ঞাপন করে সে বিষয়ে আলোকপাত করা বাগর্থবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। একজন বাগর্থবিজ্ঞানীর দায়িত্ব হচ্ছে কোন সুনির্দিষ্ট শব্দ এবং ভাষিক সংগঠন কিভাবে অর্থগতভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তা খুঁজে বের করা।[৩২] বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্যে বাগর্থবিজ্ঞানীকে ভাষা সংগঠন ছাড়া জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিধা ((aspects)-র

সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ থাকতে পারে। একজন ভাষাভাষী কিভাবে একাধিক অর্থের মধ্যকার যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারে তা অনুসন্ধান করাও বাগর্থবিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মানুষ কীভাবে অর্থ জ্ঞান করে অথবা অর্থ ধারণ করে সে-সম্পর্কে তিনটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে।[৩৩]

ক) অর্থ জ্ঞাপন সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন এবং জনপ্রিয় ধারণাটি প্লেটোর ক্রাতিলুস (Cratylus) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ ধারণা মতে, (word) শব্দ এবং বস্তু thing)-র মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধারণায় ভাষাকে দ্যোতক (Signifier) এবং দ্যোতিত (Signified)-এর সমন্বিত যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে মনে করা হয়। দ্যোতক হচ্ছে ভাষার শব্দ এবং দ্যোতিত হচ্ছে বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তু। শব্দের মাধ্যমে যখন কোন বস্তু নির্দেশ করা হয় তখন সে শব্দকে নাম (names) হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং বস্তুটিকে নির্দেশক (Denotes) হিসেবে অভিহিত করা হয়। এভাবে প্রত্যেক বস্তুর জন্যে ভাষার শব্দসমূহকে নামায়ন (naming) করার প্রয়োজন হয়। যেমন, চেয়ার, টেবিল, খাতা, কলম ইত্যাদি বস্তুকে নির্দেশ করার জন্যে ভাষায় চেয়ার, টেবিল, খাতা, কলম ইত্যাদি শব্দের নামায়ন ঘটেছে। অর্থ জ্ঞান সংক্রান্ত বস্তু-শব্দের সরাসরি সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিশেষণবাচক এবং ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহ সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশেষবাচক শব্দ বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করলেও ক্রিয়াবাচক এবং বিশেষণবাচক শব্দ বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে না। এসব শব্দ ধারণা, বোধ বা ভাবকে প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ ভাষায় বস্তুর বাইরেও অন্য কিছু প্রকাশ করার প্রয়োজন রয়েছে।

খ) ভাষার মাধ্যমে ভাব অনুভূতি, ধারণা ইত্যাদি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই অর্থ জ্ঞাপন সংক্রান্ত দ্বিতীয় ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। এ-ধারণায় শব্দ ও বস্তুর মধ্যকার সরাসরি সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয় এবং অর্থজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ধারণাকে (Concept) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থ সম্পর্কে এ ধারণা বা মতবাদটি শব্দ (word), ধারণা (Concept) এবং বস্তু (thing) কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ ধারণা মতে, শব্দ ও বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের মনের মাধ্যমে। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু ধারণা থাকে। এসব ধারণার মধ্যে কোনটি কখন প্রযোজ্য হবে তা মানুষের ধারণা (Concept) বা চিন্তা (thought) দ্বারা নির্ধারিত হয়। মানুষের ধারণা, শব্দ ও বস্তুর মধ্যকার এ ত্রিমুখী সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে অগডেন এবং রিচার্ডস নিচের ত্রিভুজটি ব্যবহার করেছেন,

চিন্তা বা ভাব
(Thought or Reference)

প্রতীক (Symbol) — বস্তু বিষয় (Referent)

এ ত্রিভুজে চিন্তা বা ভাব ধারণা (Concept) অর্থে, প্রতীক শব্দ, বাক্য ইত্যাদি ভাষিক উপাদান (Linguistic element) অর্থে এবং বস্তু বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয়, বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ত্রিভুজে দেখানো হয়েছে যে, প্রতীক ও বস্তুর মধ্যে কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। প্রতীক ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় চিন্তা বা ভাব দ্বারা। যেমন, গাছ, পাখি, কষ্ট, সুখ ইত্যাদি শব্দ শুনলে আমাদের মনে প্রথমে একটি ভাব বা ধারণার জন্ম হয়, এরপর ঐ বস্তু বা বিষয়গুলোর চিত্র ফুটে ওঠে। উল্লেখ্য যে, অগডেন এবং রিচার্ডস কর্তৃক ব্যবহৃত এ ত্রিভুজটি বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় বাগার্থিক ত্রিভুজ (Semantic triangle) নামে পরিচিত।

গ) ভাষার অর্থজ্ঞাপন সংক্রান্ত তৃতীয় ধারণাটি আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviorist view) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। অর্থ সম্পর্কে এ ধারণাটি ব্লুমফিল্ড তাঁর 'Language' নামক গ্রন্থে পেশ করেছেন। অর্থ সম্পর্কে ব্লুমফিল্ডের বক্তব্য হচ্ছে, মানুষ যে পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহার করে সে পরিস্থিতির আলোকেই অর্থ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কোন উক্তির অর্থ বলতে তিনি ঐ উক্তির সঙ্গে জড়িত বাস্তব কর্মকাণ্ডকে বুঝিয়েছেন।[৩৪] ব্লুমফিল্ডের এ তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আবেগসূচক, অনুভূতিসূচক ইত্যাদি বিষয়ের অর্থ জ্ঞাপনে সমস্যা দেখা দেয়।

বোধ (Sense) এবং ভাব (Reference) :

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে শব্দ এবং বাক্য কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থ সম্পর্কে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বক্তব্য হচ্ছে কোন ভাষিক উপাদানের অর্থ কী তা ভাষায় ঐ ভাষিক উপাদানটির ব্যবহার দেখে বোঝা যায়। মানুষ অর্থ প্রকাশের জন্যে ভাষার উপাদানসমূহকে কীভাবে সম্পর্কিত করে তা আলোচনা করা আধুনিক বাগর্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ। এ আলোচনা প্রসঙ্গে বাগর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় বোধ (Sense) এবং ভাব (Reference) পরিভাষা দু'টির সংযোজন ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, অগডেন এবং রিচার্ডসের বাগর্থিক ত্রিভুজে ভাব (Reference) যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক বাগর্থবিজ্ঞানে ভাব (Reference) সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। আধুনিক বাগর্থবিজ্ঞানে 'ভাব' পরিভাষাটি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ, বাক্য ইত্যাদি ভাষিক উপাদান এবং বিশ্বজগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ক বোঝানোর জন্যে আধুনিক বাগর্থবিজ্ঞানে ভাব পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে বোধ (Sense) পরিভাষাটি বিভিন্ন ভাষিক উপাদানসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। এ পরিভাষাটি আন্ত-ভাষিক সম্পর্ক (Intra-linguistic relation) নিয়ে বিবেচনা করে। বোধ এবং ভাব নামক পরিভাষা দ্বারা দু'ধরণের বাগর্থবিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩৫] এ দু'টির মধ্যে একটি ভাষার আর্থ সংগঠন (Semantic Structure) নিয়ে আলোচনা করে; অন্যটি মানুষের ধারণা, বিশ্বজগৎ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ভাষার অর্থ নিয়ে আলোচনা করে। বোধমূলক সম্পর্ক (Sense-relation-ship)-এর বিষয় হিসেবে আর্থ সংগঠনের আলোচনায় বিপরীতার্থকতা (Antony my) সমার্থকতা (Synony my), অসঙ্গতা (Incompatibility), বহুঅর্থকতা (Polysemy), সমনামিকতা (Homomy my) ইত্যাদির আলোকে ভাষার অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাগর্থবিজ্ঞানে অর্থের আলোচনায় ভাষা সংগঠনের পাশাপাশি অনেক অভাষিক পরিস্থিতিও চলে আসে। অর্থাৎ বাগর্থবিজ্ঞানে ভাষা সংগঠন এবং জীবন ও জগতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ নিয়ে আলোচনা

করা হয়। ভাষা-সংগঠনের ক্ষেত্রে রূপমূল (বদ্ধরূপমূল ও মুক্ত রূপমূল), শব্দ বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য, ও উক্তির অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য (Prosodic features)-এর আলোচনাও ভাষা সংগঠনের অর্থের আলোচনায় বিবেচ্য বিষয়। বিভিন্ন অভাষিক প্রসঙ্গ (Non linguistic Context) রূপমূল, শব্দ, বাক্যাংশ, খণ্ডবাক্য, বাক্য বা উক্তির অর্থের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে কি না, ফেললে কী ধরণের প্রভাব ফেলে এসব বিষয়ও বাগর্থবিজ্ঞান বিবেচনা করে।

বাগর্থবিজ্ঞান : সমস্যার স্বরূপ ও অনুসিদ্ধান্ত

অনেকে বাগর্থবিজ্ঞানকে শুধু ভাষা সংগঠনের আলোকে আলোচনা করতে আগ্রহী। তাঁদের মতে, ... শব্দ ও বাক্যের অর্থ নির্ণয় করাই অর্থবিজ্ঞানের কাজ।[৩৬] বাগর্থবিজ্ঞান শুধু ভাষা সংগঠনের আলোকে কী আলোচনা করা সম্ভব? ভাষা সংগঠন ভিত্তিক অর্থের আলোচনায় দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। জন লায়ন্স মনে করেন অভাষিক অর্থ (Non linguistic meaning) ছাড়া ভাষিক অর্থ (Linguistic meaning) উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা করা যায় না।[৩৭] মানুষ ভাষার মাধ্যমে তাঁর জীবন ও জগৎকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, মন, সমাজ, পবিেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদি মানুষের জীবন ও জগতের অংশ। তাই দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, মন, সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ছাড়া অর্থের আলোচনা পূর্ণতা লাভ করবে না। মানুষ তার জীবন, জগৎ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্যে ভাষা ব্যবহার করে। তাছাড়া অর্থের প্রকারভেদের আলোচনায় এবং বাগর্থবিজ্ঞানের পরিধির আলোচনায় বিভিন্ন অভাষিক প্রসঙ্গ নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে। ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning) ভাবগত অর্থ (Connotative meaning), সামাজিক অর্থ (Social meaning), অনুভূতিগত অর্থ (Affective meaning) ও প্রতিফলিত অর্থ (Reflective meaning)-এর ক্ষেত্রে এবং ভাব (Reference)-এর ক্ষেত্রে অভাষিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথাগত বাগর্থবিজ্ঞানে দর্শন ও সাহিত্যের আলোকে অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে। সাংগঠনিক বাগর্থবিজ্ঞান অর্থের আলোচনায় ভাষা সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও অভাষিক প্রসঙ্গও বিবেচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ (Context of Situation) এবং ভাব (Reference)-এর ধারণা অভাষিক প্রসঙ্গের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঐতিহাসিক বাগর্থবিজ্ঞানীরা অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাল বা সময় তথা ইতিহাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞান অর্থবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অভাষিক প্রসঙ্গকে বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনা করে। অর্থসঙ্গতি বিধি (Selection restriction)-এর সঙ্গে বিভিন্ন অভাষিক প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। এছাড়া ভাষার গভীর তল (Deep stricture)-এর সঙ্গেও বিভিন্ন অভাষিক প্রসঙ্গের সম্পর্ক রয়েছে। সৃষ্টিশীল বাগর্থবিজ্ঞানে অর্থ সঙ্গতি বিধি এবং ভাষার গভীর তল বিশেষ গুরুত্বসহ আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থ প্রকাশের জন্যে ভাষা ব্যবহৃত হয়। বক্তা যে-অর্থে যা বলতে চান শ্রোতা সে অর্থটি উপলব্ধি করতে পারলেই ভাষা অর্থবহ হয়। বক্তা-শ্রোতার অর্থের ধারণায় 'মন' নামক বিমূর্ত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের আলোচনায় 'মন'-এর মত কোমল বিষয় ছাড়াও রূঢ় বাস্তবতা সামনে এসে দাঁড়ায়। 'পাখি আকাশে ওড়ে', 'মাছ পানিতে থাকে' এ বাক্য দু'টি অর্থবোধক হলেও 'গাছ আকাশে ওড়ে' কিংবা 'মানুষ পানিতে থাকে' বাক্যদ্বয় কোন অর্থ জ্ঞাপন করবে না। শেষের

বাক্য দু'টির অর্থহীনতা ব্যাখ্যার জন্যে বাস্তব পরিস্থিতি সাহায্য করে। অর্থাৎ বাস্তব পরিস্থিতিতে 'গাছ আকাশে ওড়ে' কিংবা 'মানুষ পানিতে থাকে' বাক্য দু'টি যৌক্তিক নয়। অর্থ-বিশ্লেষণের জন্যে বাস্তবতা ছাড়া কল্পনার আশ্রয়ও নিতে হয়। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' বাক্যাংশটি অর্থ শুধুমাত্র ভাষা সংগঠনের আলোকে উপলব্ধি করা কি সম্ভব? কিংবা 'স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজব্ কবিতা, অবিনাশী গান' বাক্যটির অর্থ ভাষা সংগঠনের আলোকে কতখানি অনুধাবন করা সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যাংশ ও বাক্যের অর্থ উপলব্ধির জন্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি সাহিত্যিক পরিভাষার সাহায্য প্রয়োজন। 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' ভাষা সংগঠনের আলোকে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে ঘরে চাল বাড়ছে। কিন্তু বাঙালি সমাজে এ বাক্যটিতে 'বাড়ন্ত' শব্দটি বৃদ্ধিশীল অর্থে ব্যবহৃত হয় না; নিঃশেষিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক সংস্কারের জ্ঞান ছাড়া 'ঘরে চাল বাড়ন্ত' বাক্যের 'বাড়ন্ত' শব্দটির যথাযথ অনুধাবন করা যাবে না। অর্থাৎ অর্থের আলোচনায় সমাজের ভূমিকা ক্রিয়াশীল। কোন ক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে যদি বলেন 'আমাকে এক মণ দাও' তাহলে বুঝতে হবে তিনি ওজন অর্থে 'মন' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কবি যদি তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্যটি ব্যবহার করেন, তবে সে বাক্যে 'মন' শব্দটি হৃদয় অর্থে ব্যবহৃত হবে। হিন্দি ভাষায় 'উন্‌হে গোলি খায়া' বাক্যটির 'গোলি' শব্দটির অর্থ ঔষধ হতে পারে, আবার গুলি (bullet) হতে পারে। শব্দটির অর্থ কী হবে তা পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। অর্থাৎ পরিবেশ-পরিস্থিতি ভাষার অর্থ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, ভাষার অর্থ বিশ্লেষণের জন্যে ভাষা সংগঠন ছাড়া দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানশাখা (Branches of knowledge)-এর সহযোগিতা প্রয়োজন। এ-প্রয়োজনীয়তা ভাষা সংগঠনের উপর ভিত্তি করেই পূরণ করতে হবে এবং ভাষা সংগঠনের অর্থই বাগর্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয়। দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানশাখার প্রভাবে ভাষা সংগঠনের যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাও বাগর্থবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। কেবল ভাষা সংগঠনভিত্তিক অর্থের আলোচনাকে বিশুদ্ধ বাগর্থবিজ্ঞান (Pure Semantics) নামে অভিহিত করা যায়; অন্যদিকে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি জ্ঞানশাখার প্রভাবে প্রভাবিত ভাষার অর্থ বিষয়ক আলোচনাকে প্রায়োগিক বাগর্থবিজ্ঞান (Applied Semantics) নামে অভিহিত করা যায়। বিশুদ্ধ বাগর্থবিজ্ঞান এবং প্রায়োগিক বাগর্থবিজ্ঞান উভয়ই ভাষার অর্থ আলোচনার জন্যে অপরিহার্য।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাগর্থবিজ্ঞানকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা থেকে পরিহার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অর্থ যেমন ভাষার আত্মা তেমনি বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের আত্মা। আর তাই ব্লুমফিল্ড অর্থকে ভাষার দুর্বলতম দিক হিসেবে নির্দেশ করলেও তাঁর 'Language' নামক বইটিতে তিনি অর্থ আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রূপান্তরবাদীদের দ্বারা বাগর্থবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাগর্থবিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে এবং বাগর্থবিজ্ঞান ব্যাপক গবেষণার আলোকে ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুধু প্রতিষ্ঠা নয় পরবর্তীকালে বাগর্থবিজ্ঞান থেকে ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা বেরিয়ে এসেছে, ভাষাবিজ্ঞানীরা যার নামকরণ করেছেন প্রয়োগতত্ত্ব (Pragmatics)। প্রয়োগতত্ত্বে অর্থের আলোচনায় অভাষিক প্রসঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮), *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ : ১৫১

২. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৭৭), *বাগর্থ*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পৃ : ১

৩. R. E. Asher. Editor in Chief (1994), *The Encyclopedia of Language & Linguistics* Vol. 3 Pergamon Press, Oxford, P. 1567

৪. R. E. Asher, Editor in Chief (1994), *The Encychlopedia of Language & Linguistics* Vol. 8, Pergamon Press, Oxford, P. 4358

৫. Leonard Bloomfield (1933), *Language*, Gerorge Allen & Unwin Ltd., London, P. 140

৬. Geoffrey Leech (1974), *Semantics*, Penguin Books Ltd., Middlesex, P. 2

৭. হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪), *বাক্যতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ : ১৩৭

৮. R. E. Asher, Editor in Chief (1994), *The Encyclopedia of Language & Linguistics* Vol. 3, Pergamon Press, Oxford, P. 1400

৯. IBID, P : 1398

১০. IBID, P : 1400

১১. IBID, P : 1401

১২. IBID

১৩. IBID, P : 1401-1402

১৪. Michel Breal (1964), *Semantics : Studies in the Science of Meaning*, Dover Publications, New York, P. 8

১৫. Stephen Ullmann (1957), *The Principles of Semantics*, Basil Blackwell, Oxford, P-1

১৬. George Yule (1996), *The study of language* (Second Edition), Cambridge University Press, Cambridge, P-114

১৭. D. Crystal (1991), *Dictionary of Linguistics and Phonetics* (3rd Edition), Blackwell, Oxford, P-312

১৮. Ronnie Cann (1993), *Formal Semantics An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, P. 1

১৯. John Lyons (1995, Linguistic Semantics An Introduction, Cambridge University Press, Cambride, P. XII

২০. John Lyons (1981) *Language and Linguistics An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, P-136

২১. Geoffrey Leech (1974), *Semantics*, Penguin Book Ltd., Middlesex, PP. 9-23

২২. D. A. Cruse (1990) , Language, Meaning and Sense : Semantics', *An Encyclopaedia of Language*, Edited by N. E. Collinge, Routledge, London P. 148-149

২৩. F. R. Palmer (1981), *Semantics*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, P. 32

২৪. IBID, P. 33

২৫. John Lyons (1981) *Language and Linguistics An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, P. 139

২৬. Richards, Platt, Waber (1945), *Longman Dictionary of Applied Linguistics*, Longman Group Limited, England, P. 163

২৭. John Lyons (1981), *Language and Linguistics An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, P. 164

২৮. F. R. Palmer (1981), *Semantics*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, P. 40-41

২৯. John Lyons (1981), *Language and Linguistics An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge, P. 165

৩০. F. R. Palmer (1981), *Semantics*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, P. 41

৩১. Jean Aitchison (1992), *Linguistics*, 4th Edition, Hodder & Stoughton, London, P. 79

৩২. D. Crystal (1987), *The Cambridge Encyclopedia of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, P. PP. 100-101

৩৩. হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪), *বাক্যতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ : ৪৫৪

৩৪. F. R. Palmer (1981), *Semantics*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, P. 30

৩৫. হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৯), *অর্থবিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ : ৩৮

৩৬. John Lyons (1977), *Semantics* Vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge, P. 1

সহায়ক গ্রন্থ

১. *শব্দার্থবিজ্ঞানের মূলসূত্র*, অনুবাদ - জাহাঙ্গীর তারেক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৩

২. *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রধান সম্পাদক - ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

৩. *শহীদুল্লাহ রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), সম্পাদক - আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

৪. *শব্দ ও অর্থ : শব্দার্থের দর্শন*, রমাপ্রসাদ দাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫

৫. *অর্থতত্ত্ব*, কাজী দীন মুহম্মদ, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা, বর্ষা, ১৩৯০

৬. *অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা*, আকিমুন রহমান, সাহিত্য পত্রিকা ৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২, ঢাকা, ১৪০১

৭. *প্রকাশিত - অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*, জীবনানন্দ দাশ, (আবদুল মান্নান সৈয়দ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত) অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৪

৮. *বন্দী শিবির থেকে*, শামসুর রাহমান, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮২